দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

26 2002

শেরপুর জেলা পরিষদের মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

শেরপুর থেকে হাকিম বাবুল ঃ শিক্ষায় অনগ্রসর শেরপুর জেলার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মেধার বিকাশে জেলা পরিষদ 'মেধাবৃত্তি' নামে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৩ই জুলাই জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ মেধাবৃত্তি-২০০২ প্রদান করা হয়।

মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি প্রদান জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলির আওতাভুক্ত। শেরপুর জেলা পরিষদ ইতোপূর্বে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ না করলেও জেলা পরিষদের বর্তমান মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষানুরাগী কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যোগদানের পর থেকেই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশের সর্বনিম্ন শিক্ষার হার সম্পন্ন শেরপুর জেলার ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান। আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনের সহায়তায় জেলা পরিষদ মেধাবৃত্তি চালু করেন।

জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ২০০১-২০০২ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে অধ্যয়নরত শেরপুর জেলার স্থায়ী অধিবাসী মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের এককালীন বৃত্তি হিসেবে এ মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ৩টি ক্যাটাগরিতে এইচএসসি ও সমমান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (সাধারণ) এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (কারিগরি) এ মেধাবৃত্তি যথাক্রমে ৮শ' টাকা, ১ হাজার টাকা ও ১২শ' টাকা করে মোট ৫১ জন ছাত্র ও ২৪ জন ছাত্রীসহ ৭৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বমোট ৬৮ হাজার ২শ' টাকা ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের হুইপ ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আলহাজ জাহেদ আলী চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেধাবৃত্তি প্রদান করেন। কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক এ. বি. এম আবদুস সাত্তার, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সরদার আহমদ ফজলুল করিম, পুলিশ সুপার নিবাস চন্দ্র মাঝি, জেলা আইনজীবী সমিতির আহবায়ক অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম কালাম, সিভিল সার্জন ডা. এ. জেড. এম জহুরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। জেলা পরিষদ সচিব মৃদুল কান্তি মণ্ডলের স্বাগত বক্তব্যের পর আলোচনায় অংশ নেন মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী আফরোজা রুনা, মাওলানা আবদুল বাতেন, সাইফুল ইসলাম স্বপন, ফজলুল হক বাদশা, আবদুর রাজ্জাক আশীষ ও পিপি অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ বাদল।

শেরপুর হুইপ জাহেদ আলী চৌধুরী মেধা বৃত্তি প্রাপ্ত এক ছাত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন বৃত্তির টাকা ও সনদপত্র। পাশে অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ —সংবাদ

মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী আফরোজা রুনা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এ মেধাবৃত্তি আমাদের পড়ালেখার যেমন স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি আমাদের দায়িত্ববোধও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বৃত্তি ভবিষ্যৎ গড়তে উৎসাহ যোগাবে।

এ অনুষ্ঠানে জেলায় এ বছর এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ফাহিম ফয়সাল কল্লোলকেও সংবর্ধিত করা হয়। জেলা পরিষদ মিলনায়তন এদিন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সুধীজনদের উপস্থিতিতে মেধাবৃত্তি প্রদানের এ অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় উচ্ছ্বাসের মিলন মেলায়। সর্বমহলেই প্রশংসিত হয় জেলা পরিষদের এ আয়োজন।